প্রথম

চিরঞ্জীব রায়

বিদেশ-বিভুঁইয়ের এক প্ল্যাটফর্ম। চল্লিশোর্ধ্ব ব্যক্তিটি দুই লাইনের মাঝ বরাবর প্রাণ পণ করে ছুটছে। বাঁদিকের লাইনটি আপাতত খালি হলেও যে কোনও সময়ে ট্রেন ছুটে আসতেই পারে। ডানদিকে হাত দেড়েক দূরে ক্রমশ গতি বাড়াতে থাকা মেল ট্রেন। লোকটি হোঁচট খেতে খেতে বাঁচছে। শ্বাসবায়ু প্রায় শেষ।

ঠিক এমনই চোখে সরষেফুল দেখানো দুর্বিপাকে পড়েছিল খানিক মাথামোটা আর বেশ খানিক অগোছালো এই অধম। বছর আষ্টেক আগের কথা। পুজোর ছুটিটা মসুরিতে বসবাসকারী স্ত্রী-পুত্রদের সঙ্গে কাটিয়ে বাড়ি ফিরছি দুন এক্সপ্রেসে। দু'দিন এক রাতের সফর। বিশেষ করে নিঃসঙ্গ হলে যাত্রাটা একঘেয়ে। তা সত্ত্বেও দীর্ঘ ট্রেন সফরে একটি সঙ্গী বড় প্রয়োজন। সে হল স্বল্প পরিমাণে রকমারি খাবার। যতটা না পেট ভরাতে তার থেকে বেশি টাইম পাসে। এবং এই সঙ্গীটি জোগাড় করতে গিয়েই হয়েছিল যত বিপত্তি।

সেই রাতেও যথারীতি ঘণ্টাতিনেক দেরিতে দুন এক্সপ্রেস মোগলসরাই পৌঁছল রাত আটটা নাগাদ। আলো ঝলমলে বিশাল স্টেশন। আর হবি তো হ, আমার জানলার ঠিক উল্টোদিকেই রেলের সুস্বাদের রেস্তোরাঁ কাম ফুল ডেলিভারির আউটলেট, 'কমসম'। সেখানে মোগলাই থেকে চাইনিজ ডিনার পাওয়া যায় না কোনটা!

মোগলসরাই, হালে দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন ইস্ট-সেন্ট্রাল রেলওয়ের সদর দপ্তর। স্টাফ বদল থেকে টয়লেট ধোয়ামোছা, জল ভরা সবই সারা হয় এখানে। ট্রেনও দাঁড়ায় পাক্কা কুড়ি মিনিট। আই আর সি টি সি-র আকাশি নীল উর্দিধারীরা থালির গোছা হাতে পুছতাছ করে যাচ্ছে বটে, কিন্তু ও খাবারে কেবল পেটই ভরে, মন মোটেই নয়।

এমন এক সন্ধিক্ষণে হাত বাড়ালেই সুখাদ্যের স্বর্গ, যেন মণিকাঞ্চন যোগ। মেঘ না চাইতেই ধারাবর্ষণ! আমায় শুধু একটি শূন্য লাইন টপকাতে হবে। আমার ট্রেন দাঁড়িয়েছে দু'নম্বরে। আমার কামরা ট্রেনের মাঝামাঝি। দু'দিকেই ওভারব্রিজ বিস্তর দূরে। তবে আমরা ইদানীং ছুটন্ত ট্রেনের সামনে দাঁড়িয়ে সেলফি তুলে ফেলছি, লাইন টপকানো কোন ছার!

কামরা ঘরফেরতা বাঙালি ভ্রমণপিপাসুতে ছেয়ে আছে। মসুরির কোন গলির বাঙালি হোটেলে আলু পোস্তয় সাদা তিল কম আর পোস্তবাটা বেশি ছিল। থালির দামও ছিল হাওড়া স্টেশনের পাইস হোটেলের তুল্য। দেরাদুনের পল্টনবাজারে কোন বিশালবপু কাকিমা 'নেহি নেহি, বহুত জাদা, বহুত জাদা। ঠিক করকে দাম বোলিয়ে। হাম বারবার হিঁয়া আতা হ্যায়। দাম জানতা হ্যায়' সুলভ বাক্যবোমায় দোকানদারকে বিমূঢ় করে জলের দরে কার্ডিগান হস্তগত করেছেন, এদিকে 'ভালো হিন্দি' জানে না অথচ 'স্টাইল করা' কোন ছোট জা-টি বেমালুম ঠকে গিয়েছে — এবংবিধ টপিক তপ্ত রসে রসগোল্লার মতো অনবরত উথালপাথাল করছে।

আমি আগাগোড়া বই বা মোবাইলে ডুবে। অন্তত দেখে তাই মনে হবে। না হলেই জ্ঞানগর্ভ আলোচনার চক্রব্যূহে অভিমন্যু বনে যাওয়া সুনিশ্চিত। প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও বক্তার বায়োডাটা শুনতে হবে। হাঁড়ির খবর টেনে বের করার চেষ্টাও হবে অবিরাম এবং অবশ্যম্ভাবীভাবেই মমতা ব্যানার্জি থেকে বিরাট কোহলি, সিরিয়ার বোমাবর্ষণ থেকে ভাগাড়ের মাংস — সমস্ত নিয়ে বিশেষজ্ঞের মতামতও জেলুসিল ছাড়াই পোষা পোষা মুখে হজম করতে হবে।

প্রথম রাতেই এমন বিপত্তির বেড়াল মেরে দেওয়ার একটা সোজাসাপটা উপায় আছে। প্রথম ও একমাত্র শর্ত হল, মুখ ফসকেও একটা বাংলা শব্দ বলে ফেলা নয়। বাঙালি সহযাত্রী ভাব জমাতে আসা তাদের বাচ্চাকাচ্চা দূরস্থান। কামরার অ্যাটেনড্যান্ট, টিটিই, হকার, কারও সঙ্গেই নয়। কোনও ফেলুদা রিজার্ভেশন চার্টে বাঙালি পদবি দেখে চোখ কুঁচকোলেও পশ্চিমি টানের হিন্দিতে সাফ জানিয়ে দেওয়া, আজন্ম প্রবাসী। অতএব, বাংলাটা ঠিক আসে না। বাঙালি জরুরি অবস্থা ছাড়া হিন্দিতে আলাপচারিতা এড়িয়ে চলে। সুতরাং আপনি সেফসাইড। অসহ্যরকমের অবাধ্য শিশুটিকে, 'যাও কাকুর জানলার ধারে গিয়ে বসো' বলে আপদ বিদেয়ের সুযোগও পাবে না।

ঈশ্বর সহায়, আমার ক্যুপে এক অবাঙালিও ছিলেন। হরিদ্বার থেকে চড়েছেন। পঞ্চাশোর্ধ্ব। পরনে মোটা বাপ্তার পাঞ্জাবি। মিলের মিহি ধুতি। মাথায় জগজীবন রামমার্কা টুপি। বেশ ব্যবসার গদিতে জীবন কাটানো নাদুসনুদুস তেলচুকচুকে চেহারা। লাড্ডু বা শেও-র ডিব্বা বের করলেই আমায় অফার করছেন এবং প্রতিবারই বলছেন। 'বেফিক্কর রহিয়ে, শুধ্ ঘি-কা হ্যায়।' তাঁকেই আমার ছড়ানো ছিটোনো সামানের জিম্মা দিয়ে হাঁড়ি বিরিয়ানি আর চিকেন টিক্কা বাটার মশালার হাতছানিতে সাড়া দিলাম।

ট্রেনের গা ঘেঁষে টয়লেটে জল ভরার টানা পাইপ। তার গা থেকে পরপর লতানো হোস ঝুলছে। নীচে ট্রেনের সমান্তরালে ড্রেনের উপর উঁচু কংক্রিটের স্ল্যাব। তারপরে ফাঁকা লাইন পেরিয়ে প্ল্যাটফর্মে কমসমের কাউন্টার। অতঃপর সামান্য ভিড়ে ফাঁক গলে গিয়ে অর্ডার প্লেস। কমসমের কর্মী গেল খাবার প্যাক করাতে। আমি সামান্য ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে ঝুঁকে ডানদিকের হিপ পকেটে হাত দিলাম এবং ওয়ালেট বের করার ফাঁকে চোখের কোণে দেখে ফেললাম একটা ট্রেন অতি ধীর গতিতে চলছে। ওটা যে আমারই ট্রেন আমার মালপত্র, বার্থ বালিশ কম্বল সমেত আমারই দুন এক্সপ্রেস, মস্তিষ্কে এই বাজ পড়ার মতো ঘটনা চারিত হতে সেকেন্ড দু'য়েক লেগেছিল।

তারপরেই বিরিয়ানি পিছনে ফেলে দে দৌড়, দে দৌড়। কয়েক লাফে প্ল্যাটফর্ম ও লাইন টপকে চলন্ত ট্রেনের গায়ে। তার গতি বাড়ছে এবং ধীর অথচ অতি নিশ্চিতভাবে সে প্রতি মুহূর্তে আমার নাগালছাড়া হচ্ছে। মাথায় ভাবনার দামামা। এ ট্রেন চলে গেল। এবার তা হলে কী? মালপত্র? আমার বাড়ি ফেরা? মেরেকেটে দু'ফুট চওড়া স্ল্যাবের উপর দিয়ে আক্ষরিক অর্থেই পড়ি কি মরি করে ছুটছি আর প্রশ্নগুলি দংশাচ্ছে। ট্রেনের জানলায় সারি সারি অবাক মুখ। দেখছে, অথচ কেউ কেন কিছু করছে না? আমার দম আটকে আসছে। পা অবশ। প্রাণপণে চেঁচিয়ে চলেছি, 'ভাইয়া, চেন খিঁচো।'

আমার ট্রেন আমায় ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সেই প্রথম মন দিয়ে দেখলাম, বাইক বা গাড়ির মতো ট্রেনেরও লালরঙা টেল লাইট থাকে। এবং কি অবিশ্বাস্য। আমায় পেরিয়েই সেই লাইটের গতি ক্রমশ ধীর হল। এবং কোনও দয়াপরবশ যাত্রীর উদ্যোগে আমার ট্রেন আমায় নিতে থিতুও হল!

সেই প্রথম জীবন পণ করে আমার ট্রেন আটকাতে ছোটা। এবং তারপর থেকে প্রার্থনা একটাই, মোগলসরাইয়ের সেই বিরিয়ানি লোভী রাতের প্রথম অভিজ্ঞতা যেন প্রথম হয়েই থাকে। কোন ন্যাড়া দ্বিতীয়বার বেলতলা যায়?

কবিতা

আকাশ-মহাকাশে আমি একা, সঙ্গী শুধু অন্য গ্রহ নক্ষত্র ভিন্ন নামের

নীল পৃথিবী
অরুণেশ্বর দাস

ক্রমশ উঠে যাচ্ছি উপরের দিকে
সুন্দর পৃথিবীটা ক্ষুদ্র হয়ে যাচ্ছে
একসময় দূরের দূরের এক গ্রহ শুধু
শুধুই বিস্ময়
আকাশ-মহাকাশে আমি একা
সঙ্গী শুধু অন্য গ্রহ নক্ষত্র ভিন্ন নামের
এটাও তো সংসার, এক ভিন্ন স্বাদের
ভিন্ন এক ভাবের
যখন ছিলাম ওই সুন্দর পৃথিবীতে
ছিলাম সুখেদুঃখে হাসিকান্নায়
বড় ভালোছিলাম সেই নীল পৃথিবীতে
বেশ ভালোই
এখন নামছি ক্রমশ পৃথিবীর দিকে
স্পষ্টতর হয়ে যাচ্ছে সব সবকিছুই
সেই পাহাড়-নদী-বনানী নরনারী কীটপতঙ্গ
নীল পৃথিবীর

মনের সই
বিদ্যুৎ রাজগুরু

আলোর রশ্মি পাতার ফাঁকে
আমায় বাঁধে মায়ায়
তোমায় খুঁজি পাইন বনে
স্নিগ্ধ আলোর ছায়ায়।
মনটা ওঠে গুনগুনিয়ে
মেঘ ছুঁয়ে যায় আমায়
গাছের পাতা চামর দোলায়
সবুজ উপত্যকায়।
মেঘ হয়ে যায় মনে যে আমার
খুশির ডানায় ওড়ে
ঝরনাগুলো হাসছে সুখে
সবুজ পাহাড়জুড়ে।
মন কেমনের মেঘলা বেলায়
পাহাড় ডাকে আমায়
প্রাণটা আমার উথলে ওঠে
মেঘের ইশারায়।
রাতের পাহাড় কনের সাজে
ফুটছে আলোর খই

দুঃসময়পর্ব ঃ তিন
রাজীব দাশ

জীবন্ত স্রোতে সহসা উড়ে যায়
ম্রিয়মান চোখ।
প্রলম্বিত প্রতারণা খুঁজে চলে বিলাস।
অদ্ভুত কঠিনতর থেকে প্রাগুপ্ত সঙ্গম।
লৌকিক আদিরস গড়াতে, গড়াতে,
গড়াতে
এক স্বপ্নিল নদী।
কাকের সমুদ্র যাত্রায় হঠাৎ বিস্ফোরণ।
প্রস্রবন ঘিরে থাকা সংজ্ঞাহীন রাত
ধূসর চেতনা ভাঙে বধির প্রত্যাশা
জেগে ওঠে অশনি সম্পাত
কৃষ্ণবর্ণ হিরোসিমায়

হরিণ খোলা
বিশ্বজিৎ দাস

মুজনাই জঙ্গলের
ভেতরে,
সেই যৌবনগন্ধী
দাঁড়িয়ে আছে,
আমার কৈশোর দূরে চলে গেছে
কবে।
বাণপ্রস্তে পা
এই যৌবনগন্ধী
আমাকে স্থিত হতে দেয় না।
বৃষ্টিস্নাত হরিৎ পাহাড়
আমার মনের সই।

অঙ্কন ঃ শংকর বসাক